প্রদেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য নেতৃদ্বয় তাদের দলের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

দেশ ও জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি গবর্ণর তাঁর বেতার ভাষণে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে মুসলিম লীগ নেতৃদ্বয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

—দৈনিক পাকিস্তান, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৭। শান্তি কমিটি : গঠন ও তৎপরতা	সংবাদপত্র	১৯৭১

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্য শহরে শান্তি কমিটি গঠন

ঢাকা, ১০ই এপ্রিল (এপিপি)। শহরের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গতকাল জনাব খাজা খয়ের-উদ্দীনকে আহবায়ক মনোনীত করে একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে শহরের সব শান্তি কমিটিগুলো কাজ করবে।

ঢাকার প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিকদের এক সভায় গতকাল 'শান্তি কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটি জনাব খাজা খয়েরউদ্দীনকে কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত করেন। বর্তমানে ১০৪ জন সদস্য নিয়ে এ শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আরো সদস্য কো অপ্‌ট করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইউনিয়ন এবং মহল্লা পর্যায়েও শান্তি কমিটি গঠন করা হবে এবং তারা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে কাজ করবেন। কমিটি শহরের দৈনন্দিন জীবনে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন।

কমিটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আগামী মঙ্গলবার জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করবেন এবং চক মসজিদে যেয়ে শোভা-যাত্রাটি শেষ হবে।

কমিটিতে সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জনাব এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব এ, কে, রফিকুল হোসেন, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব আবুল কাসেম, জনাব ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার, জনাব সৈয়দ আজিজুল হক, জনাব এস, এম, সোলায়মান, পীর মোহসীন উদ্দীন, এডভোকেট শফিকুর রহমান, মেজর আফসারউদ্দীন, সৈয়দ মোহসেন আলী, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ সিরাজউদ্দীন, এডভোকেট আতাউল হক খান, এডভোকেট এ, টি, সাদী, জনাব মকবুলুর রহমান, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আকিল, অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, জনাব নুরুর রহমান, সম্পাদক 'ইয়ংগ পাকিস্তান' মওলানা মফিজুল হক, এডভোকেট আবু সালেক, এডভোকেট আবদুন নঈম প্রমুখ।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের হীন প্রচারণার তীব্র নিন্দা করে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

ঢাকা শহর শান্তি কমিটির এ সভা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে।

এ সভা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতকে এধরণের বিপজ্জনক খেলায় মেতে আর একটি মহাযুদ্ধকে না আনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছে।

এ সভা মনে করে যে, হিন্দুস্তান পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দেশ প্রেমিকতার প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছে।

এ সভা আমাদের প্রিয় দেশের সম্মান ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশ প্রেমিক জনগণকে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে আকুল আহবান জানাচ্ছে।

—দৈনিক পূর্বদেশ, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১।

শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটির বৈঠক

গত বুধবার পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ ষ্টিয়ারিং কমিটির প্রথম বৈঠকে ভারতীয় ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সময়োচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

এপিপির খবরে বলা হয় যে, বৈঠকে পাকিস্তানবাদ ও পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হিন্দু ভারতের দীর্ঘ দিনের পুরানো ব্রাহ্মণ্য শত্রুতার পুনরাবৃত্তির কঠোর নিন্দা করা হয়। বৈঠকে পাকিস্তানকে ভেংগে দেয়ার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তা-নের এলাকায় ভারতীয় অনুপ্রবেশেরও তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ষ্টিয়ারিং কমিটি সারা পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করবে এবং জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে শান্তি ও জনকল্যাণ ইউনিট গড়ে তুলবে।

শান্তি ও জনকল্যাণ ইউনিটগুলো নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী জীবনের সর্বক্ষেত্রে আস্থা, শান্তি ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

বৈঠকে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে যেসব সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মচারীরা এখনো কাজে ফিরে আসেননি, তাদের প্রতি জনস্বার্থের খাতিরে অবিলম্বে নিজ নিজ কাজে ফিরে আসার আহবান জানানো হয়।

অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রাদেশিক স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা সংস্থার সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বিভিন্ন জেলায় চলে যাবেন।

এক প্রস্তাবে দেশপ্রেমিক নাগরিক, আইনজীবী, মসজিদের ঈমাম ও মাদ্রাসার মোদাররেসদের প্রতি জনসাধারণকে কোরান ও সুন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলার আহ্বান জানানো হয়, যাতে জনসাধারণ ইসলাম ও পাকিস্তানের দুষমনদের

মোকাবেলা করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে জেহাদে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

কমিটি দেশপ্রেমিকদের প্রতি সকল জেলা শহর ও ইউনিয়নে পনের দিনের মাঝে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ ও পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদকের ধানমণ্ডি পাঁচ নম্বর রোড, ১২ নম্বর বাড়ী, ঢাকা, — সাথে যোগাযোগ করে শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটি গঠন করার আহবান জানান।

অন্য এক প্রস্তাবে শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিলের সকল ইউনিটের প্রতি জুম্মায় বৃহত্তর জামাত সংগঠন এবং ইসলাম ও ইসলামের আবাসভূমির প্রতিরক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার আহবান জানানো হয়েছে।

বৈঠকে সভাপতির ভাষণে মৌলবী ফরিদ আহমদ সংস্থার নীতি ও আদর্শ তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান মুহূর্তে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব প্রদর্শনের জন্য চীনের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুজ্জামানও সংস্থার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। বৈঠকে মৌলবী ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে বিশেষ মোনাজাত এবং পাকিস্তান ও ইসলামের খেদমতে আত্মনিবেদনের উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করা হয়। সদস্যেরা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন।

জনাব ওয়াজিউল্লাহ্ খান, মোহাম্মদ আলী সরকার, মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা নূরুজ্জামান ও আজিজুর রহমান খান এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব আবুল ফয়েজ বোখারী, আব্দুর রশীদ ও ডক্টর আব্দুর রফিককে সদস্য কোঅপ্‌ট করা হয়।

—দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

শান্তি কমিটির নতুন নামকরণ

গত বুধবার শান্তি কমিটি নামে পরিচিত নাগরিক শান্তি কমিটির এক সভায় সংস্থার নতুন নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে এই কমিটির কাজের আওতায় আনা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় যে, কমিটি প্রয়োজন মতো আরো সদস্য কো-অপ্‌ট করতে পারবেন। জনসাধারণ যাতে দ্রুত প্রদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য তাদের পেশার কাজ শুরু করতে পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি প্রদেশে সত্বর স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কমিটি তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি তাদের কাজ দ্রুত ও যথোপযুক্তভাবে চালিয়ে যাওয়ার ও তাদের নীতি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করেছে: — ১। আহবায়ক সৈয়দ খাজা খয়েরউদ্দিন ২। জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম ৩। অধ্যাপক গোলাম আজম ৪। জনাব মাহমুদ আলী ৫। জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ৬। মওলানা সিদ্দিক আহমদ ৭। জনাব আবুল কাসেম ৮। জনাব মোহন মিয়া ৯। মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম ১০। জনাব আবদুল মতিন ১১। অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার ১২। ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দিন ১৩। পীর মহসীন উদ্দিন ১৪। জনাব এ এস এম সোলায়মান ১৫। জনাব এ কে রফিকুল হোসেন ১৬। জনাব নূরুজ্জামান ১৭। জনাব আতাউল হক খান ১৮। জনাব তোয়াহা বিন হাবিব ১৯। মেজর আফসারউদ্দিন ২০। দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী ২১। হাকিম ইরতেয়াজুর রহমান।

—দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

শান্তি কমিটির সংযোগ রক্ষাকারী নিয়োগ

এপিপির খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা নগরীর ইউনিয়ন ও মহল্লাগুলোতে শান্তি কমিটি সংগঠনের জন্য আহবায়ক মনোনীত করেছে। অনেক স্থানে এর মধ্যেই ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ইউনিট কমিটিগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে সকল রকমের তথ্য ঢাকায় মগবাজারস্থ ৫ নম্বর এলিফ্যান্ট লেনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিসে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। জনগণের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিস ২৪ ঘণ্টার জন্যই খোলা থাকবে এবং জনগণের সুবিধা অসুবিধা দেখার জন্য কমিটির দফতর সম্পাদক জনাব নুরুল হক মজুমদার এডভোকেটকে অফিসে পাওয়া যাবে।

প্রদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি সংগঠনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি রোজই বৈঠকে মিলিত হচ্ছে। কমিটি স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে যাওয়া এবং সব স্থানে ইউনিট শান্তি কমিটি গঠনে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে নেতা ও কর্মী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কমিটি জনগণের নিকট থেকে তাদের সমস্যা ও অসুবিধা সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ ও তা লাঘবের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সামরিক সেক্টরের সাহায্য লাভের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে কমিটি সদস্যদের মধ্য থেকে সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার নিয়োগ করেছে। তারা ইতিমধ্যে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসারদিগকে প্রতিদিন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি অফিসে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ...

—দৈনিক পাকিস্তান, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১।

সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান

শান্তি কমিটির আহ্বায়কের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি সকল দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানীর

প্রতি রাষ্ট্র বিরোধী লোকদের হিংসাত্মক এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের এবং উদ্যম ও উৎসাহের সাথে সবরকমভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার কমিটির আহ্বায়ক এস কে খয়ের উদ্দীন প্রচারিত প্রেস রিলিজে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি বলেন, রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিরা সারা প্রদেশে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়ায় এখন পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রান করছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিচ্ছে।

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জনগণের এবং আমাদের জানমাল রক্ষার জন্যই এসেছেন।

সশস্ত্র বাহিনী যেখানেই যাবে সেখানে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসার এবং রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তি ও দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূল করার অভিযানে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য শান্তি কমিটি দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কমিটি বলেছেন, দেশের সেনাবাহিনীকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক পূর্বপাকিস্তানী জনগণ ভারতীয় বেতারের বিদ্বেষ প্রচারণার এবং রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের গুজব ছড়ানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন বলে কমিটি আশা প্রকাশ করেছেন।

খণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে দেশকে রক্ষার মহান কাজে সেনাবাহিনীর সাফল্যের জন্য কমিটি আল্লাহর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

—দৈনিক পাকিস্তান, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১।

শান্তি কমিটি প্রতিনিধিদের জেলা ও মহকুমায় পাঠানো হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির মিশন পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা সদর দফতরের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদের পাঠানো হচ্ছে।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রটনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে গতকাল রোববার এপিপি জানিয়েছে যে, ইতিমধ্যেই যদি এ ধরণের কোন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে এসব কমিটিকে স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় অফিসে তাদের নাম পাঠাতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকৃত শান্তি কমিটির রিপোর্ট দেবে।

তাছাড়া ঢাকা শহরে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরিবেশ

সৃষ্টিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি স্কোয়াড বের করা হচ্ছে।

শহর ও শহরের আশে পাশে আরও ১৬ টি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ...

—দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

শান্তি কমিটির কর্মতৎপরতা শুরু
মুন্সিগঞ্জে পাক সেনাদের বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

মুন্সীগঞ্জ, ১১ ই মে, (পিপিআই)। —পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জোয়ানরা গত ৯ই মে মুন্সীগঞ্জ টাউনে উপনীত হলে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীরা তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। পিপিআই বার্তা সংস্থার বিশেষ সংবাদদাতা এ কথা লিখেছেন।

মেজর জাবেদের নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনাদল মুন্সীগঞ্জে উপনীত হলে সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই সেনাদলকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এর আগে জনসাধারণ সকল দালান কোঠা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাজার সমূহে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন।

পাকিস্তানী সেনাদল টাউনে উপনীত হলে সেখানে একটা আনন্দমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এরপর সেনাবাহিনীর অফিসাররা জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য এবং মুন্সীগঞ্জ টাউন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীসহ স্থানীয় সরকারী কর্মচারী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকে জনাব বিক্রমপুরী সামরিক অফিসারদের মুন্সীগঞ্জ মহকুমার জনসাধারণের আন্তরিক ও পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

জনাব বিক্রমপুরী আরও বলেন, মুন্সীগঞ্জ, লৌহজঙ্গ, টঙ্গীবাড়ী, গজারিয়া, শ্রীনগর এবং সিরাজদিখান নিয়ে গঠিত এই মহকুমার জনসাধারণ সব সময়ই আইনানুগ, শান্তিপ্রিয় এবং দেশ প্রেমিক।

সকল দোকান পাট, সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলো তাদের স্বাভাবিক কর্ম তৎপরতা অব্যাহত রাখে। কোন ব্যক্তিই ভয় ও আতংকে টাউন ছেড়ে যায়নি।

সামরিক অফিসাররা বাজার পরিদর্শন করেন এবং দেখতে পান যে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যও স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত পর্যায়ে রয়েছে। পণ্যদ্রব্যের সরবরাহও সন্তোষজনক রয়েছে। মুন্সীগঞ্জ কৃষকরা আউস ফসল কাটছেন। কৃষকরা আবার অন্যান্য ধরণের ধানও রোপন করছেন।

সেনাবাহিনীর দলটি মুন্সীগঞ্জের অভ্যন্তরে টঙ্গীবাড়ী, সিরাজদি খান, রামপাল

(ঐতিহাসিক স্থান) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ সফর করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনী পদ্মা নদী দিয়ে যাওয়া, ভাগ্যকুল এবং কুমারভোগ অতিক্রম করাকালে লৌহজঙ্গে জনসাধারণ তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান।

ইতিমধ্যে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য এবং শান্তিপূর্ণ জনসাধারণদের তাদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। তারা ভারতীয় দালালদের হাত থেকে তাদের নিজেদের ভূমি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

এদিকে শান্তি কমিটির নেতা জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী ইতিমধ্যেই ৬৮টি ইউনিয়ন কাউন্সিলের নেতৃস্থানীয় জনসাধারণকে সেনাবাহিনীর দল তাদের স্থানে উপনীত হলে সেনাবাহিনীকে তাদের সহযোগিতা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি এলাকার জনসাধারণই স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি সেনাদলের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। জনসাধারণ ও সেনাদল সন্তুষ্টির সাথে তাদের মত বিনিময় করেন।

—পূর্বদেশ, ১২ মে, ১৯৭১।

শান্তি কমিটির আবেদন

দেশের শত্রুদের মোকাবিলা করুন

ঢাকা, ১৭ই মে (এপিপি)। —পাকিস্তানের শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ আজ জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। মিরপুর, লালবাগ ও চকবাজারে আজ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ওমরাও খান, খাজা খয়ের উদ্দীন, জনাব আবুল কাসেম, মেজর (অবঃ) আফসার উদ্দিন, দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মেজর জেনারেল ওমরাও খান বক্তৃতাদানকালে বলেন যে, দেশ এক সংকটজনক সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী ঠিক সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, তাদের কার্যাবলী আল্লাহ্‌র অবদান।

তিনি বলেন বর্ষা বা অন্য যেকোন ঋতুই হোক না কেন পাকিস্তানের শত্রুদের সমানভাবেই সায়েস্তা করা হবে।

পাকিস্তানের শত্রুদের ধরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীকে সাহায্য দানের জন্য জনাব ওমরাও খান পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। সাময়িকভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ রাখার জন্যও তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন পাকিস্তানের শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে রাজনীতি বিলাস। পাকিস্তানে এখন কেবল মাত্র দু'টি দলের অস্তিত্ব রয়েছে।

এর একটি হচ্ছে পাকিস্তান পার্টি ও অপরটি হচ্ছে পাকিস্তান দুশমণ পার্টি। পাকিস্তান দুশমণ পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তিনি বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে রাজনীতি করার জন্য আপনারা যথেষ্ট সময় পাবেন।

ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের ধরিয়ে না দিলে বা তাদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে সাহায্য না করলে শান্তিতে বসবাস করা যাবেনা বলে ওমরাও খান জানান।

—পূর্বদেশ, ১৮ মে, ১৯৭১।

কার্জন হলের সিম্পোজিয়ামে নেতৃবৃন্দ

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় বিরুদ্ধশক্তির মোকাবিলার আহবান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান জনাব নুরুল আমিন বলেন যে, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো পাকিস্তানকে তাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করার পায়তারা করছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে দেশের আজাদী ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আজাদী দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত শনিবার কেন্দ্রীয় শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে সভাপতির ভাষণ দান কালে জনাব নুরুল আমিন এই আহ্বান জানান। সিম্পোজিয়ামে প্রেসিডেন্টের রিলিফ উপদেষ্টা ডাঃ এ এম মালিক, পিডিপি নেতা জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম, পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ সভাপতি জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান পিডিপির অতিরিক্ত সেক্রেটারী জনাব রফিকুল হোসেন, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ কামালউদ্দীন এবারকার আজাদী দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা করেন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তি বর্গের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে জনাব নুরুল আমিন বলেন, বৃহৎ শক্তিগুলো পাকিস্তানকে তাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা করছে। তারা প্রকাশ্যে পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান দেশ হিসেবে ক্ষুদ্র হতে পারে, এর আয়তন অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় কম হতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের উপর ভৌগলিক প্রভাব বিস্তার করায় পাকিস্তানের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অন্য কোন দেশের তা নেই। তাই আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। পাকিস্তানকে তাই নিজের স্বার্থের জন্যই কাজ করতে হবে।

জনাব নুরুল আমীন বলেন গত সাধারণ নির্বাচনের সময় আমি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলাম যে পাকিস্তান দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ তাতে আমল দেননি।

তিনি বলেন, পাকিস্তানকে দুর্বল করার এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্যে বৃহৎ শক্তিগুলো প্যাক্ট করছে। তাই তাদের নজর আজ পাকিস্তান—বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর। কারণ পূর্ব পাকিস্তান লোভনীয় জায়গা। সামরিক দিক দিয়ে এর গুরুত্ব বেশী। তিনি বলেন, তাই আজ আমাদের নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। কারণ দেশ আমাদের, দেশের ১২ কোটি জনতার। কেউ যদি বিপথে চালিত হয় তাকে বুঝাতে হবে।

দেশের বর্তমান সংকটকে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালীন সময়ের চেয়েও গুরুতর অভিহিত করে জনাব নুরুল আমীন বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান সংকট ১৯৬৫ সালের চেয়েও গুরুতর। কারণ তখন বড় শক্তিগুলো প্রকাশ্যে যুদ্ধে জড়িত হয়নি। বরং তারা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু এবার বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের কারো কারো স্বার্থেই যুদ্ধ বাঁধাতে পারে। তবে আমরা বন্ধুহীন নই। কেউ আমাদের কাবু করতে পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে জনাব নুরুল আমীন বলেন, বর্তমান সরকার বাধ্য হয়েই সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। তবে সময় আসলেই জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন খুব দূরে নয় বলে আমার বিশ্বাস। তিনি বলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়া মিটিয়ে দিতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জনাব নুরুল আমীন বলেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া আদায়ে কোন সময়ই কার্পণ্য করিনি। বরাবরই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ আদায়ের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষই পূর্ব পাকিস্তানের দাবী আদায়ের চেষ্টা করেছেন একথা বললে ভুল করা হবে। আজাদী দিবসের কথা উল্লেখ করে জনাব নুরুল আমীন বলেন, আজ আমাদের আনন্দের দিন। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও আমাদের মন ভারাক্রান্ত। কারণ জাতির জীবনে আজ বৃহত্তম সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

যাঁরা অশেষ কোরবানী দিয়ে পাকিস্তান এনেছেন এবং যারা পাকিস্তানের আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়া ও এর স্থায়িত্ব কামনা করেন তাঁদের মনবেদনা আমি বুঝি। তাই আজ আমরা আত্মসমালোচনা করবো। আত্মশুদ্ধি করবো এবং আত্মপ্রত্যয়ের চেষ্টা করবো। নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে আমরা সংকট মুক্তির শপথ নেবো।

তিনি বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি এবং সে সংগ্রামে আমরা জয়ী হয়েছি। কারণ আত্মপ্রত্যয় ও লক্ষ্যে পৌঁছবার দৃঢ়তা আমাদের ছিল। তাই সাত বছরের মধ্যে পাক ভারতের ভৌগলিক সীমা রেখার পরিবর্তন করে বিনা যুদ্ধে আমরা একটা রাষ্ট্র কায়েম

করেছি। ইতিহাসে এটা নজীরবিহীন।

জনাব নুরুল আমীন বলেন, আজো পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমাদের বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আমরা এগিয়ে যাব। চিন্তা, কার্য ও লেখনীর দ্বারা দেশের অখণ্ডতা রক্ষা ও শত্রুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে হবে। দেশ রক্ষার জন্যে জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। পাকিস্তান না থাকলে ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের কোন কল্যাণ হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, জন্মের পর থেকে পাকিস্তানের উপর দিয়ে দু'টি বড় রকমের তুফান বয়ে গেছে। এর একটি হচ্ছে ১৯৬৫ সালে ভারতীয় হামলা আর অপরটি হচ্ছে এবারকার সংকট। তিনি বলেন ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের দুশমণ ছিল বাইরের। তাই ভারতীয় হামলা থেকে দেশ রক্ষার জন্যে জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে হামলা মোকাবিলার জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু এবার পাকিস্তানের ভেতরে হাজারো দুশমণ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এবারের সংকট কঠিন। কারণ বাইরের দুশমণের চেয়ে ঘরে ঘরে যেসব দুশমণ রয়েছে তারা অনেক বেশী বিপদজনক।

অধ্যাপক আজম দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, গত ২৪ বছর যাবত পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। তাই আজ ঘরে ঘরে পাকিস্তানের দুশমণ সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা পাকিস্তানের পহেলা নম্বরের দুশমণ ভারতকে তাদের বন্ধু বলে মনে করছে। এই জন্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে তিনি বলেন যে, যারা পাকিস্তানে জন্ম নিয়ে দুশমণ হয়েছে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। বর্তমান শিক্ষা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই এ জন্য দায়ী করতে হবে। কারণ পাকিস্তানকে যারা ভালবাসে তাদেরকে তৈরী হওয়ার সুযোগ দিলে তারা দেশের জন্যে জান কোরবান করতো।

সেনাবাহিনী ও শান্তি কমিটির মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জামাত নেতা বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে শান্তি কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শান্তি কমিটি যদি দুনিয়াকে জানিয়ে না দিত যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশকে অখণ্ড রাখতে চায় তবে পরিস্থিতি হয়তো অন্য দিকে মোড় নিত। তিনি বলেন দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনা বাহিনীর, তাই দেশের মানুষকে বোঝানোর দায়িত্ব শান্তি কমিটির হাতে তুলে নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া ঘরে ঘরে যেসব দুশমণ রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আজাদী দিবস উদযাপনের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, এবার প্রাণচাঞ্চল্যতার সাথে আজাদী দিবস উদযাপিত হয়েছে। কারণ যারা পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে ভালবাসেন তাঁরা এবার আন্তরিকতা ও জাকজমকের

সাথে আজাদী দিবস পালন করেছে। শত্রু ও মিত্রের মানদণ্ডে এবার পাকিস্তান যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে। কায়েদে আজমের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যে এসেছে। তবে পাকিস্তান টিকে থাকতে হলে এর আদর্শকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি বলেন, অত্যাচার ও অনাচারমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই ছিল পাকিস্তানের মহান উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা স্বার্থের কারণে আমরা সে আদর্শের জলাঞ্জলি দিয়েছি। দেশ প্রেমিকদের উদ্দেশ্য করে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে আজ হোক কাল হোক বাঙ্গালী মুসলমানদের হক আদায় হবে। কিন্তু আজাদী ধ্বংস হলে মুসলমানদেরকে শৃগাল কুকুরের মত মরতে হবে।

নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ খান বলেন, আজ আমরা ইতিহাসের এক বৃহত্তম সংকটের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমাদের এই সংকট ভিতর ও বাইরের উভয় দিক থেকে এসেছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রয়েছে অন্তর্ঘাতি কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা আর বাহির থেকে দুশমনী করছে পশ্চিমা শক্তিগুলো।

তিনি বলেন ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্যে ব্যাপকহারে মোহাজের পাঠিয়েছে এবং এখান থেকে হিন্দুদেরকে হিন্দুস্তানে চলে যাবার জন্যে উস্কানি দিয়েছে।

১৯৬৫ সালে তারা বুলেট দ্বারা ষড়যন্ত্র করেছে আর ১৯৭০ সালে হয়েছে ব্যালটের ষড়যন্ত্র। এছাড়া তারা কলকাতাতে তথাকথিত বাংলাদেশের সরকার গঠন করে রেখেছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান ইসরাইলের মতো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণভোটের মাধ্যমে। কাজেই গণতান্ত্রিক উপায়েই এর সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে পিডিপি কর্মসূচির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আইয়ুব খানের এক নায়কত্বের সময় আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের কর্মসূচী দিয়েছিলাম এবং আইয়ুব খান আমাদের দাবী মেনে নিতে সম্মতও হয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় জ্বালাও পোড়াও'র আন্দোলন শুরু হলে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং পুনরায় সামরিক শাসন জারী করা হয়।

তিনি বলেন, আমরা কিছুতেই হিন্দুর গোলামী কবুল করবো না। কায়েদে-আজম, শেরে বাংলা, নাজিম উদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী আমাদের জন্যে যে আদর্শ রেখে গেছেন আমরা তা রক্ষা ও বাস্তবায়িত করবো। কারণ পাকিস্তান ছিল ভারতের ১২ কোটি মুসলমানের ফয়সালা। একে আমরা ধ্বংস হতে দিতে পারিনা।

জনাব শফিকুল ইসলাম ভাবী শাসনতন্ত্রে শক্তিশালী এক কেন্দ্রিক সরকারের ব্যবস্থা রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে মজবুত রাখা হলে এবং প্রদেশগুলোর সম্পদ ন্যায্যভাবে ব্যয় করা হলে পাকিস্তান

শক্তিশালী হবে। এই ব্যবস্থায় আঞ্চলিকতার প্রবণতা কেটে যাবে। এছাড়া তিনি পাকিস্তানের উভয় অংশে দারুল হুকুমত প্রতিষ্ঠার ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। নতুন শাসনতন্ত্রের জন্যে মরহুম লিয়াকত আলী খানের আদর্শ প্রস্তাবকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণের জন্যেও তিনি সুপারিশ করেন।

—দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ আগষ্ট, ১৯৭১।

কার্জন হলে মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা

পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নের ভারতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার আহবান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার গবর্নরের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের সম্মানার্থে কার্জন হলে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের পদানত করার হিন্দুস্তানী ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্যে জনসাধারণের প্রতি আহবান জানানো হয়। এছাড়া সভায় পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের স্বদেশ ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি থেকে ভারতকে নিবৃত্ত করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম সভাপতিত্ব করেন এবং প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান, রাজস্ব মন্ত্রী জনাব মওলানা এ কে, এম ইউসুফ, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জনাব এ, এস, এম, সোলায়মান এবং সাহায্য ও পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন। ...

—দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৮। শান্তি কমিটির গঠন ও তৎপরতা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি দলিল	বাংলা একাডেমির দলিলপত্র	১৯৭১

জিলা 'এগ্রিকালচার পীস সাব-কমিটি' গঠনের নির্দেশ।

CHITTAGONG DISTRICT PEACE COMMITTEE
Affiliated to Central Peace Committee, Dacca.

Office:
PAKISTAN COUNCIL
(Muslim Institute Hall)
K.C.Dey Road, Chittagong.

Convenor: ALHAJ MAHMUDUN NABI CHOWDHURY

Ref. No 26/CDPC/71 Date .15/6/1971

1. Mr Ahmedur Rahman Chowdhury, Secretary, Hathazari Thana Central Co-operative Association, and

2. Dr. M. Ezhar Meah, Secretary, Boalkhali Thana Central Co-operative Association, Samabaya Milanayatan, Chittagong.

Whereas the anti-social elements caused disruption to normal civic and economic life dislocating the communication and attempting to shake the public confidence, not sparing the agricultural sector either, it is therefore considered necessary that a Sub-Committee be formed for activiting the vital aspect of economy i.e. agriculture.

1. The Sub Committee shall be known as the Agriculture Peace Sub-Committee, at the district level, and for all other levels, it shall be known as Peace Sud-Committee for Agriculture, after the name of the respective areas.

2. Both of you, Mr. Ahmedur Rahman Chowdhury and Dr. M. Ezhar Meah, are hereby nominated as the Joint Convenors of the Agriculture Peace Sub-Committee for the district of Chittagong with a view to urgently undertake the following responsibilities.

1. Both of you shall jointly :—

(a) Form the Agriculture Peace Sub-Committee for the District with not more than 25 persons of whom at least one member should represent one Thana of this District; the Sub Committee may commence functioning with one third of the total proposed strength.

(b) Nominate the convenors for the Thana, Union or Society Peace Sub-Committee for Agriculture at Thana, Union or Society Levels; the strength of such Sub-Committee should not exceed 15 persons; and one third of the total strength shall enable them to commence the activities.

(c) Scrutinize the integrity and character of the persons to be nominated by you for the Peace Sub-Committee in the agricultural sector either as Convenor or members, and

(d) Obtain approval of the Convenor of the Chittagong District Peace Committee before officially announcing any one's name as a Convenor or Member of the Peace Sub-Committee in the Agricultural Sector.

11. Both of you shall jointly undertake or assist or mobilise the following activities in the agricultural sector directly or through the Sub-Committee to be organised by you:—

(a) Peace must be ensured at the farmers level in the rural areas; and confidence of the farmers be restored in carrying out their normal agricultural activities.

(b) The farmers be helped in obtaining their inputs like the seed fertilizers, insecticides, pumps, oil, fuel, credits and etc, from the sources they were receiving those needs normally.

(c) The farmers who were receiving their normal training in the classes organised by the Co-operative organisations on the Government officials be helped continue their activities.

(d) The Agricultural Co-operative Societies and the Agricultural credit organisations like the Co-operative Banks, Multipurpose Societies and the primary Societies, registered with the Registrar of Co-operative Societies, Government of East Pakistan, be helped to hold their meetings with a view to activate their normal agricultural activities.

(e) The usual campaign of grow more food and repayment Agricultural loans issued by the Government through the Co-operative Institutions be continued, and the confidence be created among them as that the farmers may be convinced that the requirement of Agricultural credits will be met through the same sources as normally as they used to get in the past.

(f) The Officials of various Government Departments connected with those Agricultural activities shall be given Co-operation and the Institutions engaged in Agricultural function shall be activised by means congeneal to restoration of peace and normalcy, and

(g) Any one creating obstacles to Agricultural activities or function of the Government approved Agricultural Institutions be taken to tank by bringing such disruptive activities to the notice of

the Government authority.

All decessions taken by the Sub-Committees in Agriculture Sector shall be subject to joint approval of both of you ; and the nomination given or the decision taken by you jointly or seperately shall be subject to rectification by the Convenor of the Chittagong District Peace Committee.

Sd/- Mahmudun Nabi Chowdhury,
CONVENOR
Chittagong District Peace Committee.

C. C. to :- 1) Deputy Sub-Administrator, Martial-Law Authority, Chittagong.
2) Deputy Commissioner, Chittagong.
3) Addl. Deputy Commissioner, (General), Chittagong.
4) Addl. Deputy Commissioner, (Development). „
5) Sub-divisional Officer, Sadar (South). „
6) Sub-divisional Officer, Sadar (North). „
7) Sub-divsional Officer, Cox's Bazar. „
8) Superintendent of Police, Chittagong. „
9) Circle Officer (Development) (All Thanas).
10) Regional Deputy Registrar, Co-op. Societies, Chittagong Divn, Chittagong.
11) Assistant Registrar, Co-op. Societies, Chittagong.
12) District Manager, EPADC, Chittagong.
13) Assistant Engineer, EPADC, Chittagong.
14) District Agril. Officer, Chittagong.
15) Secretary, Federation of TCCA Ltd. Chittagong.
16) Officer.In-Charge, (All Thanas).

for information.

Sd/—
(MAHMUDUN NABI CHOWDHURY)
Convenor
Chittagong District Peace Committee.

থানা 'এগ্রিকালচার পীস সাব-কমিটি'র আহ্বায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব।

District Agriculture Peace Sub-Committee
C/o. Pakistan Council.
Muslim Institute Hall.
K. C. Dey Road, Chittagong.

To. ....

We the Joint Convenors of the District Agriculture Peace Sub-Committee, with the approval and concurrence of the Convenor of the Chittagong District Peace Committee, do hereby nominate you.

Mr. ....as convenor .... Thana Agriculture Peace Sub-Committee to do and carry out the following functions, namely :-

1. Organisational Responsibilities.
2. Functional Responsibilities.*

....

Approved.
Sd/— Mahmudunnabi Chowdhury.
3/7/71.
Convenor,
Chittagong District Peace Committee.

1. ....
(Ahmedur Rahman Chowdhury)

2......... ....
(Dr. Md. Ezahar meah)

Joint Convenors,
District AgriculturalPeace
Sub-Committee, Chittagong.

ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির আহ্বায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব।

থানা কৃষি শান্তি কমিটি, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম

মেমো নং ... ... তাং ১৭/৭/৭১

আমি ওয়াকিল আহম্মদ তালুকদার চট্টগ্রাম জেলা কৃষি শান্তি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়কদ্বয়ের অনুমোদন ও মনোনয়ন প্রাপ্ত হইয়া রাঙ্গুনিয়া থানা কৃষি শান্তি কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে আপনি মিঃ ... ... কে ... ... ইউনিয়ন কৃষি কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত করতঃ নিম্নলিখিত দায়িত্ব সমূহ পালনের জন্য অনুরোধ করিতেছি :—

১। সাংগঠনিক দায়িত্ব সমূহ

(ক) যাহারা পূর্ব হইতে কৃষি কাজের সহিত জড়িত আছেন এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ এরূপ ১৫ জন সদস্য সহযোগে আপনার ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটি গঠন করিতে হইবে।

---

*থানা এগ্রিকালচার পীস সাব-কমিটির দায়িত্বসমূহ ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির আহ্বায়ক নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী দলিলে বাংলা ভাষায় হুবহু রূপান্তরিত হয়েছে বলে এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

(খ) নিম্ন স্বাক্ষরকারী ও জেলা আহ্বায়কের অনুমোদন সাপেক্ষে আপনি কমিটি গঠন করার সাথে সাথে অন্ততঃ পক্ষে ৫ জন সদস্য লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। কিন্তু প্রথমে আপনার ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির সকল সদস্যের নাম ঘোষণা করিতে হইবে। ক্রমে অবশিষ্ট সদস্যদের নাম অনুমোদনের জন্য পাঠানো যাইতে পারে, যদি এক সাথে ১৫টি নাম পাওয়া না যায়।

(গ) প্রত্যেক বিষয়ে সুবিচার করিতে হইবে, এবং রাষ্ট্র বিরোধী কার্য্যকলাপ সরাসরি ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হইলে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে নিরর্থক হয়রানী করা যাইবে না— সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে কোন রাজনৈতিক দলভুক্তই হউক না কেন।

(ঘ) কৃষি বিষয়ক সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা স্বার্থের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা।

(ঙ) প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক কৃষি শান্তি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। এরূপ কমিটিতে ৫ জন সদস্য এবং এক জন ভারপ্রাপ্ত হিসাবে কাজ করিবেন, কৃষি কাজ করেননা এমন কোন ব্যক্তি ইহার সদস্য হইতে পারিবেন না।

(চ) কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে, প্রাথমিক সমবায় সমিতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রাথমিক কৃষি শান্তি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে, এরূপ কমিটি কেবল মাত্র সেখানেই করা যাইবে যেখানে সমবায় ঋণ আদায় ও ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের উৎপাদিত ফসল ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা উদ্ভূত নয়।

(ছ) বিগত গোলযোগের সময় যে সকল বেসরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পদ শূন্য হয়েছে তদ্‌স্থানে নূতন কর্মকর্তার নাম প্রস্তাব করা যাহাতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান অধিক খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া যাইতে পারে।

(জ) আপনার শান্তি কমিটির সভা সপ্তাহে এক বার অনুষ্ঠিত করা ও থানা কৃষি শান্তি কমিটির পাক্ষিক সভায় যোগদান করা যাইতে পারে।

২। কার্য্যনির্বাহের দায়িত্বসমূহ

(ক) পাকিস্তানের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সহ চাষী সাধারণের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করা।

(খ) আত্মগোপনকারী সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে চাষীদিগকে সর্তক করিয়া দেওয়া যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারা কোন দুষ্কর্ম সাধিত হইতে না পারে।

(গ) চাষীদিগের মধ্যে বিশ্বাস আনয়ন করা যে তাহাদের উৎপাদিত ফসলাদি বাজারে ন্যায্য মূল্য পাইবে এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পর্য্যাপ্তভাবে তাহাদের প্রয়োজন মিটানো হইবে।

(ঘ) সকল কৃষি সমবায় সমিতির ও অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত বিষয় সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং তাদের প্রয়োজন মিটানোর কাজে সহায়তা প্রদান করা।

(ঙ) সরকারী কর্মচারী সহ যে কোন মহল হইতে কোন প্রকার অন্যায় হুমকি বা ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কৃষি প্রতিষ্ঠান এবং চাষীদেরকে সাহায্য করা।

(চ) সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রদত্ত সরকারী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে সমবায় সমিতিকে সাহায্য করা।

(ছ) কর্জ ও খাজনা ইত্যাদি আদায়কারী সংস্থাকে বিগত গোলযোগের সময়ে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের সমবায় সমিতিতে দেয় টাকা আদায়ের ব্যাপারে অবহিত করা।

(জ) এলাকায় পরিত্যাক্ত জমাজমি ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করার জন্য বর্তমান প্রাথমিক সমিতি সমূহকে সংগঠন করা এবং প্রয়োজনবোধে নূতন কৃষি সমবায় সমিতির সাহায্য গ্রহণ করা।

(ঝ) সমবায় সমিতি কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ করা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে পরিত্যাক্ত ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করা।

(ঞ) কেবলমাত্র পূর্ব মালিক অথবা চাষীদের অনুপস্থিতির দরুন কোন জমি পতিত না রাখা।

(ট) ভূমি সংক্রান্ত আইন অনুসারে প্রত্যাবর্তনকারী কৃষক অথবা জমির মালিককে তাহার দখল ও স্বার্থ পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা করা।

(ঠ) কোন জমি অথবা অন্য প্রকার সম্পত্তি জোর পূর্বক অথবা বেআইনীভাবে আত্মসাৎ করা না হয় এবং তদ্দ্বারা কোন প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(ড) উৎপাদিত ফসল ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যাপারে চাষীদেরকে সাহায্য করা এবং উহার ন্যায্যমূল্য পাইতে সহায়তা করা।

(ঢ) কোন প্রকার অবিচার করা হইলে উহা জিলা কৃষি শান্তি কমিটি, স্থানীয় আহ্বায়ক এবং সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। সত্বর সাড়া না পাইলে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা।

(ন) আপনার এলাকাস্থ শান্তি কমিটির সকল স্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করা।

তাং- রাঙ্গুনীয়া,
১৬।৭।৭১ ইং

স্বাক্ষর—
(ওয়াকিল আহম্মদ তালুকদার)
আহ্বায়ক,
রাঙ্গুনীয়া থানা কৃষি শান্তি কমিটি, চট্টগ্রাম।

'দুষ্কৃতিকারীদের' তৎপরতা রোধের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে জিলা শান্তি কমিটির পরামর্শ।

To
The Sub-Administrator,
Martial Law,
Chittagong.

Sir,

In the light of the increasing anti-state activities day to day of the miscreants and killing by them of a good number of the patriotic

persons in the an ytci dall around, we beg to suggest the following methods to eliminate the miscreants and to stop the anti-state activities in the city :

1. (A) That all doubtful houses and buildings of the whole city should be cordoned at a time from morning to night by organising the under mentioned patriotic forces under the leadership of the local Chairman of the respective Union Council or Union Committees:—

I) Local Rezakars who were trained up (embodied or unembodied).
2) Members of the AL BADR forces.
3) Members of the Union Councils.
4) Members of the Union Peace Committees.
5) Police.
6) Members of Civil Defence.
7) And patriotic local students and other young citizens.

Further, more Rezakars may also be brought from villages, if necessary,

(B) Similarly a Permanent Village Defence Party may be organised in each and every Union through which the entire area is to be guarded and all doubtful houses and buildings searched from time to time, if necessary, under the leadership of local Chairman or B. D. members.

(C) The Chairman or B. D.s should be responsible for any accident occurring in their own areas.

2.(A) To stop the blasting of bombs or anti-state activities in the Govt. or Non Govt. offices, the following methods should be adopted:-

(i) To pass an order by the D. C. to all the chiefs of the offices to form a Defence Committee in their respective offices with the co-operation of his Subordinate staffs including chawkidars and peons etc.

(ii) In this way the Chiefs of the offices or organisations should be made responsible for any occurrance in their compound,

(iii) Then in this way the miscreants working in the offices may be guarded by their colleagues under the supervision of the chief of the office.

3) To execute the above plan and to review the progress and also for co-ordinating the whole things, a Committee should be formed by the representatives from all the political parties including the D. C. and S. P. and a weekly meeting of the said Committee may be held regularly at a fixed time.

Yours Faithfully,
Sd/
(Badiul Alam)
Secretary,

District Peace Committee,
Chittagong.

copy forwarded for information and necessary action to:—

1. D. C., Chittagong,
2. S. P., Chittagong,
3. Governor, East Pakistan,
4. Prof. Shamsul Huq, Minister-in-charge, Relief & Rehabilitation with reference to his telephonic conversation with the abovesigned.